খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 25 ❑ 05 Sept., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

আমরাও চাই... হোক প্রতিবাদ

গ্রেপ্তার সন্দীপ, বিচলিত নন বন্ধুরা

প্রতিনিধি : বনগাঁ হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সন্দীপ ঘোষ। স্কুলের মেধা তালিকায় তার নাম রয়েছে। আর জি কর কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে সন্দীপ ঘোষের। দফায় দফায় তাকে জেরা করছে সিবিআই। তার মধ্যেই আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে দিন কয়েক আগেই বনগাঁ শহরের রাস্তায় প্রতিবাদে নেমেছিল স্কুলের প্রাক্তনীরা। তার মধ্যে ছিল সন্দীপ ঘোষের সহপাঠী। তারা পোস্টার ব্যানার নিয়ে মিছিল করে, সেই পোস্টারে লেখা ছিল— সন্দীপ তুই বদলে গেলি? কি করে তোকে বন্ধু বলি! এছাড়াও ব্যানারে ছিল— ছিঃ! সন্দীপ ছিঃ! তোকে সবাই বলছে কি ?" বন্ধুরা দাবি করেছিলেন, সন্দীপ যদি দোষী হয়, তাহলে ওর যেন কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি হয়।

সোমবার রাতে সিবিআই সন্দীপকে গ্রেপ্তার করতেই খুশি তার একাধিক বন্ধু প্রতিবেশীরা। সন্দীপ গ্রেপ্তারে বন্ধুরা কেউ বিস্মিত নন। কারণ, তারা জানিয়েছেন, 'তারা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ যার বিরুদ্ধে ওঠে তার সারবাত্তা কিছু থাকে। সেই মতোই সে গ্রেফতার হয়েছে। বন্ধুদের একটাই আফসোস, কি করে সে এতটা পাল্টে গেল, সেটাই তারা ভেবে পাচ্ছে না। সন্দীপ ঘোষের সহপাঠী শুকদেব কুন্ডু বলেন, 'এটা খুব ভালো খবর। আমরা বন্ধুরা এটাই আশা করছিলাম। কারণ আমরা বুঝেছিলাম সন্দীপ দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ও অসাধু চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ৮৯ এর ব্যাচের সকলেই খুশি হবে কারণ সন্দীপ আমাদের ব্যাচকে কলঙ্কিত করেছে। স্কুলকে, বনগাঁবাসিকে কলঙ্কিত করেছে। ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। সন্দীপের সহপাঠী অরিন্দম ঘোষ বলেন, এটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য এটা মোরাল ভিকট্রি। সিবিআই দুর্নীতির তদন্তে নামতেই দ্রুত ও গ্রেপ্তার হল। তাহলে এটাই বোঝা যায়, যদি প্রমাণ লোপাট না হত হয়তো ধর্ষণ খুনের বিষয়ে অনেক আগেই তার জড়িয়ে থাকা প্রমাণিত হত। আমাদের লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে যে, ছেলেটির সঙ্গে দীর্ঘ সাত বছর ধরে আমরা ক্লাস করেছি।

শিলান্যাস হয়েও বন্ধ বনগাঁ বাগদা রেল প্রকল্প

পরিদর্শনে আধিকারিকেরা

জয় চক্রবর্তী, বনগাঁ : বনগাঁর মানুষের দাবি মেনে ২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বনগাঁ বাগদা রেলপথ তৈরির শিলান্যাস করেছিলেন। সার্ভের কাজ শুরু হয়েও তা থমকে যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়ার পর কেটে গিয়েছে এক যুগেরও বেশি। কয়েকটি সরকারের বদল ঘটলেও বনগাঁ-বাগদা রেল পথের স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি। দীর্ঘ কয়েক বছর পর রবিবার সেই রেলপথ নির্মাণের বিষয়ে পরিদর্শনে এলেন ইস্টার্ন রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিকরা। এদিন ভারতীয় রেলের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল বনগাঁর খেদাপাড়া এলাকার রেল ব্রিজে আসেন। ঘুরে দেখেন সম্পূর্ণ এলাকা। তাদের সঙ্গে বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল। রেলের আধিকারিকরা কোন বক্তব্য না দিলেও দেবদাস মন্ডল বলেন, 'সংসদ শান্তনু ঠাকুর রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন, সে কারণে আজকে রেলের আধিকারিকরা এসেছেন। তারা ঘুরে দেখছেন কিভাবে রেলপথটি নির্মাণ করা যায়। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নেই। তাই বনগাঁ বাগদা রেল পথের কাজটি থমকে রয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৫ এর মধ্যেই এই রেলপথ নির্মাণ হয়ে যাবে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৯ সালে ৫৭ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল বনগাঁ বাগদা রেল পথের জন্য।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৫ ❐ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

শিক্ষক দিবসের প্রাক্‌কালে শিক্ষার্থীদের স্বর— জাস্টিস্ ফর আর জি কর

রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে। আজ ৫ সেপ্টেম্বর দেশের মহান শিক্ষক- রাষ্ট্রপতির জন্মদিনে দেশ জুড়ে পালিত হল শিক্ষক দিবস। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সেই শিক্ষাকে যিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে দান করেন, তিনিই শিক্ষক। মানব জীবনে চলার পথে শিক্ষকের ভূমিকা অফুরান। প্রতিনিয়ত কোন না কোন মানুষের কাছ থেকে কেউ না কেউ শিক্ষা নিয়েই চলেছে। তাই শিক্ষক শব্দের অর্থ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ ভাবে শিক্ষক বলতে প্রথাগত শিক্ষাদানকারী- ব্যক্তিবর্গকেই বোঝায়। আজ শিক্ষক দিবসের প্রাক্‌কালে শিক্ষক সমাজের একটা অংশ কলুষিত, দুর্নীতিগ্রস্থ। শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে শিক্ষার্থী পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার। এমন কী তাকে খুন হতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। প্রতিবাদী আন্দেলনে দিন-রাত এক হয়ে গেছে। রাস্তাতেই দিন-রাত অতিবাহিত করছেন অগণিত মানুষ। আমাদের মহান রাষ্ট্রপতি কিন্তু চেয়েছিলেন— শিক্ষকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে শিক্ষক সমাজ সমাজের শীর্ষে অবস্থান করুন। শিক্ষক দিবসে আপামর জন সাধারণ অবনত মস্তকে তাঁর শিক্ষককে শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। কিন্তু সেই শিক্ষক দিবসের প্রাক্‌কালেই দেশের ছাত্র সমাজ ন্যায় বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে, মোমবাতি জ্বালিয়ে একটাই স্লোগান তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে— 'জাস্টিস্ ফর আর জি কর'। কবে হবে জাস্টিস্? কলুষিত-নীতিভ্রষ্ট শিক্ষক কবে পাবে সাজা— সেদিকেই তাকিয়ে সমগ্র ছাত্র সমাজের সাথে আপামর জন সাধারণ।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

ফিরোজা বেগমের জন্ম ঢাকাতে হলেও ১৯৪০ সাল থেকেই তিনি কলকাতায় আসা যাওয়া শুরু করেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে অল ইন্ডিয়া বেতার কেন্দ্র থেকে তার গান প্রচারিত হয়। ১৯৪২ সালে গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে তার প্রথম গানের রেকর্ড বের হয়। মূলত গানের কারণেই ফিরোজা বেগমকে প্রায়ই কলকাতায় আসা যাওয়া করতে হত। এই সময় কাজী নজরুল ইসলামের নজরে পড়েন, ক্রমে তার স্নেহধন্য হয়ে ওঠেন এবং নজরুলের কাছে গানের তালিম নিতে শুরু করেন। কাজী নজরুল এবং গ্রামাফোন কোম্পানির মাধ্যমে ফিরোজার সঙ্গে কমল দাশগুপ্তর যোগাযোগ হয়। এরপর কমল দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে, 'ম্যায় প্রেমভরে প্রীতভরে শুনাউ' এবং 'প্রীত শিখানে আয়া', এই দুটি উর্দুগান রেকর্ড করেন। তারপর তিনি মূলত নজরুল সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৯ সালে তার প্রথম নজরুলগীতি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। কমলের সুরের জাদুতে মুগ্ধ ফিরোজা তার প্রেমে পড়ে যান।

সেই সময় কলকাতা ঢাকা দুই জায়গাতেই কমল ও ফিরোজার প্রেম এক বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ফিরোজার পরিবারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয় তাকে গানের থেকে সরিয়ে নেওয়ার যাতে কমলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ঢাকার বাড়িতে তাকে প্রায় গৃহবন্দী করে রাখা হয় দীর্ঘ এক বছর। কিন্তু কমলের প্রেমে নাছোড়বান্দা ফিরোজা ১৯৫৪ সালে কলকাতায় চলে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। আবার কমলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। অবশেষে ১৯৫৫ সালে তারা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নবদম্পতি কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। বিয়ের পর থেকেই তাদের সামাজিক ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। তৎকালীন নাথ ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় কমল দাশগুপ্ত প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

১৯৬৭ সালে দুজন ঢাকা চলে আসেন।কমলকে বিয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি ফিরোজার পরিবার। কিন্তু নিজের সত্যকেই তিনি সব সময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কলকাতাতেই জন্মেছে তাঁর তিন সন্তান- তাহসিন, হামীন ও শাফীন। ঐ সময়ে স্বর্ণযুগ স্বর্ণকণ্ঠী ফিরোজার। অথচ টানা পাঁচ বছর স্বামী-সন্তান-সংসার সামলাতে গিয়ে গান গাইতে পারেননি তিনি। ওই

চলবে...

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

এখনকার মহিলাদের খাদ্যাভ্যাস যমজ সন্তান লাভের অন্যতম কারণ নয় কি? অবশ্য বিষয়টি দীর্ঘ গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

যমজ সন্তান পাওয়ার অন্য একটি উপায় হল চিকিৎসা- সহযোগিতা। ডাক্তারের পরামর্শ মত ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন যমজ সন্তান লাভের অন্যতম উপায়।

এক অন্য জোড়া যমজ : সম্প্রতি একটি যমজ বোনের কথা জানা যায়, যাদের চেহারা স্বভাব তো এক আছেই। এদের জন্ম ১৯৮৫ সালে। দুজনেরই স্কুলের পরীক্ষার রেজাল্ট একই। দুজনেই ভূগোল স্নাতকোত্তর। সম্প্রতি সরকারি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় দুজনেই উত্তীর্ণ হয়। ২৭ এ ডিসেম্বর মাঝরাতে দুই বোনের পেটের একই পাশে হঠাৎ যন্ত্রনা শুরু হয়। দুই বোনকে অসমের গুয়াহাটির স্বাগত হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষার করে গ্যাস্ট্রো এন্ডোস্কোপি করে বিশেষজ্ঞরা চমকে যান। একই দিনে দুই যমজ বোনের গলব্লাডারের ভেতর পাথর তৈরি শুরু হয়েছে। পাথর দুটির অবস্থান একই। ২৫ শে জানুয়ারি ২০১২ বন্দনা ও বনলতার পেটে অস্ত্রোপচার করেন gastro বিশেষজ্ঞ ডা: সুভাষ খান্না । যমজ অনেকই দেখা যায়। তাদের জ্বর বা অন্য কোন সংক্রমণ একইভাবে ঘটে। এদের দেখতে ও স্বভাবের মিল থাকলেও তাদের খাদ্য অভ্যাস ভিন্ন ছিল। তবুও ঠিক একই দিন থেকে গলব্লাডারের একই অঞ্চলে পাথর তৈরি হওয়া এবং একই রাতে দুই বোনের ব্যথা শুরু হওয়াকে সাধারণ ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আসলে জেনেটিক্যাল প্রোগামিং এমন নিখুঁত, দুজনের ক্ষেত্রে সবকিছুই একই সময় সংকেত দেয়। [সূত্র আনন্দবাজার-৮.২.২০১২]

যমজদের বুদ্ধিমত্তা এবং পরিবেশ : নিউম্যান ও তার সহকর্মীরা যমজদের বুদ্ধিমত্তা (IQ) পরীক্ষা করেন ও মনোজাইগোটিয় যমজ একই পরিবেশে থাকলে এদের আই কিউ মানের সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এই জাতীয় যমজ বিভিন্ন পরিবেশে থাকলে আই কিউ মানের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। এই আই কিউ-র তারতম্য দেখে নিউম্যান, ফ্রিম্যান, হাইজিনজার সিদ্ধান্ত নেন যে, জিনোটাইপ এর সামঞ্জস্য থাকলেও শিক্ষাগত এবং সামাজিক পরিবেশে বুদ্ধির বিকাশের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তারা একটি অনুরূপ যমজের দুজনকে ভিন্ন পরিবেশে রেখে ২৪ আই কিউ পার্থক্য দেখতে পান। এদের একজন কলেজের পার্ট শেষ করে শিক্ষকতা করেন, অন্যজন কেবল দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল।

সুতরাং জিনের নিজস্ব ক্ষমতা এবং পরিবেশের প্রভাব বুদ্ধির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের উন্নতি হলেই কেবল কোন মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে।

বিষয়ের পরে : যমজ সন্তান মানুষের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হলেও অন্যান্য স্ত ন্যপায়ীর অনেকেরই স্বাভাবিক ঘটনা। আসলে তাদের দেহের এই সিস্টেমটাই যমজের অনুকূল। সেজন্য চলতি কথায় কাজে কম গুরুত্ব পেলে বলা হয় ছাগলের তৃতীয় বাচ্চা। ছাগলের দুধপূর্ণ দুটি বাটে প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানটি দখল করে রাখে। তাদের বিশ্রামের সময় তৃতীয় বাচ্চাটি বাট চোষার সুযোগ পায়। অর্থাৎ ছাগলের যমজ বলে কেউ আলোচনার মধ্যে আনে না।

কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ বা আলোচনার বিষয়বস্তু হয় তখনই, যখন

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

"সকালবেলা মা আমাকে গরম জলে স্নান করিয়ে দিয়েছে। শীতকালে আর দুবার স্নান করব না।" আমার কাছে এই কথা শুনে শম্ভুদা 'বোস' বলে বেরিয়ে গেল। শম্ভুদা যাওয়ার পরপরই ওই ঘরের মধ্যে একটা বড় ছেলে স্কুলের জামা প্যান্ট পরতে পরতে, আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "শুম্ভু তোর কে হয় রে?"

আমার খুড়তুতো দাদা বলাতে, মনে হল ছেলেটা খানিকটা দমে গিয়েছে। আর কিছু বলল না। শম্ভুদা এসে জানাল আমাকে আজকে আর স্কুলে যেতে হবে না। তবে ক্লাস চলাকালীন রুমের বাইরে যেতে বারণ করল। বলল, "চুপচাপ শুয়ে বসে থাক। বিকেলবেলা আমি সবটা ঘুরিয়ে তোকে দেখাব। টিফিনের ঘণ্টা পড়লে ডেকে নিয়ে যাব খাবার ঘরে।"

সবাই ক্লাসে চলে গেলে আমি প্রথমে খাটে বসে পড়লাম। চঞ্চল পা থেমে থাকলে যা হয় সেটাই অনুভব করলাম। শুধু বাইরের দিকে দেখার ইচ্ছা হচ্ছে। বিছানায় উঠে বসে চিন্তা করছি, 'কিভাবে এখান থেকে রেহাই পাব। মনে হয় এখনই রেহাই হবে না। আর এক দু'বছর গেলে তখন বলা যাবে। ' এসব চিন্তায় যখন আমি মগ্ন, ঠিক এই সময় প্রায় আমার মায়ের সমবয়সি দুজন মহিলা আসলেন। একজনকে দেখে তো মনে হল মা দুর্গা। আর একজন একটি ছোট দুর্গার মতো দেখতে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ক্লাসে যাওনি কেন? তোমার নাম কী? "

আমি আর ওনার চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। পাড়ায় ঠাকুর দেখতে গিয়ে মা দুর্গার চোখের দিকে তাকালে যেমন ভয় ও ভক্তি দুটোই মনের মধ্যে এসে জড়ো হয়, ঠিক সেই রকমই আমার হচ্ছে। ভয় সরিয়ে রেখে ভক্তি প্রকট হচ্ছে। ভক্তি থাকলে ভালোবাসাও থাকে। তবুও খানিকটা কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, "আমি দিলীপ মহাপাত্র। একটু আগে আমি এই হোস্টেলে এসেছি। শম্ভুদা সুপারিনটেনডেন্ট এর কাছে জানতে গিয়েছিল স্কুলে যেতে হবে কিনা। উনি না বলেছেন।

"ও বুঝেছি, তুমি সেই নতুন ছেলেটা। তোমার মায়ের সাথে তো আমার দেখা হল না। এখন থেকে তুমি আমাকেও মা বলেই ডাকবে। এখানে সবাই ডাকে। আর এই হচ্ছে আমার বোন। এরপর থেকে ওই তোমাকে দেখা শুনা করবে। আমিও মাঝেমধ্যে আসবো। আচ্ছা, চুপচাপ শুয়ে থাক। ঘরের সবার বিছানা পত্র ঠিক আছে কিনা দেখতে এসেছিলাম। শম্ভু তোর কী হয়?'

আমি বললাম,"শম্ভুদা আমার খুড়তুতো দাদা।"

এ কথা শুনে নতুন মা বললেন, "তাহলে তো ভালোই হল। তোর আর চিন্তা কী! দাদা থাকবে তোর পাশে। ভালোই হবে। তাহলে আমরা এখন যাই? তুই যেন বাইরে বেরোবি না। ক্লাস চলাকালীন বাইরে ঘুরঘুর করতে দেখলে, স্যাররা তোকে খুব বকবে।"

এই কথা বলে উনি চলে যেতেই, আমার মনটা ভরে উঠলো একটা অনাবিল আনন্দে। এই সময়ে শম্ভুদা এসে বলল," তোকে আজকে আর ক্লাসে যেতে হবে না। আমি স্কুল থেকে এসে তোকে এখানকার নিয়ম-কানুন সব বলে দেবো। সেগুলো কিন্তু এখানে কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে। সকাল সকাল উঠে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ছ'টার মধ্যে প্রেয়ারে যেতে হবে। ক্লাসের পড়া নিজেই করতে হবে। সকাল সন্ধ্যায় পড়ার সময় সুপারিনটেনডেন্ট সামনেই থাকবেন। কিছু জানার দরকার হলে তার কাছ থেকেই জানতে হবে।" এই কথা বলে ক্লাসে চলে গেল।

মানুষের জীবন হল কাঁচা পাকা সবজিতে ঠাসা একটা ঝুড়ি। সব সবজি একদিনে খরচ করা যায় না। প্রতিদিন একটু একটু করে খরচ করতে হয়। আম পাকা হলে মিষ্টি, কাচা হলে টক। সব রকমই খরচ হয়। অবশ্য আমাদের নিজেদের ইচ্ছামত খরচ করা যায় না। সময়ের মালিক আমাদের জীবন বয়ে নিয়ে চলে। সময় আসলে পাওনা,গণ্ডা সমেত ফিরিয়ে দিতে হয়। আমার জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া কাজটা শুরু হয়েছিল সেই দশ বছর বয়সে। বৈশিষ্ট্যহীন জীবনের বিচিত্র সময়গুলি খরচ করতে করতে ৭০ বছর বয়সে এসে উপস্থিত হয়েছি। মনে হল জীবনের পাওনা গন্ডার হিসাব সমেত জীবনের খরচগুলোর একটা দিনলিপি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করি। তাই শুরু করেছি ছোট্ট আমির যত তুচ্ছ কথা দিয়ে।

চলবে...

রাত জেগে প্রতিবাদ আন্দোলন চাঁদপাড়াতে

সংবাদদাতা ঃ আর জি কর কান্ডে দোষীদের কঠোর সাজার দাবিতে সারা দেশ জুড়ে চলছে মিছিল মিটিং অবস্থান ও বিক্ষোভ আন্দোলন। রাজ্যের বিভিন্ন

রাজনৈতিক দল, নানা সংগঠন সহ সাধারন মানুষজনও মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতেও চলছে গণ আন্দোলন।

আর জি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিসক তিলোত্তমার উপর পাশবিক অত্যাচার ও নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। ৪ সেপ্টেম্বর বুধবার জুনিয়র ডাক্তার সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের মানুষ রাত জেগে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন। এদিন রাতে চাঁদপাড়া বাজারের জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পাট পট্টি মন্দির প্রাঙ্গনে আয়োজিত প্রতিবাদ আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে এলেকার আপামর মানুষজন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উপস্থিত হন। চলে ছবি আঁকা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছাত্র ছাত্রীরাও সমবেত হয়ে সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'কারার ওই লৌহ কপাট', ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'— সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে এক স্কুল ছাত্রী। সমবেত কণ্ঠের We Shal over come some day সংগীতে এলেকা মুখরিত হয়ে ওঠে। রাত ৯ টায় ' বিচার পেতে আলোর পথে' শীর্ষক আন্দোলনে অংশ নিয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বালন করে প্রতিবাদ জানান উপস্থিত কয়েকশো মানুষ। আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাগণ ও দোকানিরা ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন জানান। মধ্যরাত অবধি চলা এই প্রতিবাদ আন্দোলন বিচার না হওয়া পর্যন্ত জারি থাকার।

ছবি সৌজন্য ঃ সপ্তর্ষি সানা'র ফেসবুক ওয়াল

সার্থক চিকনপাড়া আর পি স্কুলের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশভাগের পর ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সন্তান সন্ততিগনের শিক্ষার নিমিত্ত এলেকার শিক্ষাদরদি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন ১৯৪৯ সালে ঠাকুরনগরের চিকনপাড়ায় যে শিক্ষালয়টি গড়ে তুলেছিলেন, ঠাকুরনগরের ঐতিহ্যবাহী সেই চিকনপাড়া আর পি স্কুল এবছর ৭৫ তম বর্ষে পদার্পন করেন করেছে। শিক্ষার প্রসারে দীর্ঘ পথ চলার এই ৭৫ বৎসরকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১-২ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয় অঙ্গনে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করে।

গত ১ সেপ্টেম্বর সকালে বিদ্যলয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিভিকা অভিভাবক ও এলেকার শিক্ষানুরাগী মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দুদিনব্যাপী আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মধ্যাহ্নে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা চক্রের নবাগত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ; জাতীয়পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক কর্ণধর ভৌমিক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষক মধুসূদন সিংহ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, জেলা পরিষদ সদস্য ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অভিজিৎ বিশ্বাস, স্থানীয় ইছাপুর-২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক মণ্ডল, উপ-প্রধান মনীন্দ্র নাথ দত্ত। শিক্ষানুরাগী গোকুল পাল, সাবিত্রী রানা, নিরঞ্জন হালদার, সমাজ কর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, ডাঃ প্রদীপ দত্ত, শিক্ষক গোবিন্দ দত্ত, সুভাষ রায়, ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কালের পড়ুয়া বর্ষিয়ান অনুপম দে (শিক্ষক) ও বিদ্যালয়ের জমিদাতা পরিবারের সদস্য সংস্কৃতি প্রেমী তপন দত্ত প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাধুরীলতা মধু উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয়, ব্যাজ, পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে বিদ্যালয়ের পথ চলার এই ৭৫ তম বর্ষকে স্মরনীয় করে রাখতে এই প্লাটিনাম জুবিলী উৎসবের আয়োজনকে স্বাগত জানান এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠু পরিচালনা ও যথাযথো ভাবে শিক্ষা প্রদানে মানুষগড়ার কারিগর শিক্ষকগণকে আরোও যত্নবান ও দায়িত্বশীল হবার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের হাতে প্রজ্জ্বলিত ৭৫টি প্রদীপ, মঞ্চে ৭৫ জন শিক্ষার্থীর কণ্ঠে কবিগুরুর 'আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রানে' সংগীতের মধ্য দিয়ে পড়ুয়াগণ পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীরা সংগীত আবৃত্তি নৃত্য এবং ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর নির্দেশনায় ছাত্র-ছাত্রীগণ পরিবেশিত শিক্ষামূলক মূকাভিনয় গাছকাটা এবং কোয়েল দাসের সহযোগিতায় পড়ুয়াগণ পরিবেশিত মজার নাটক 'রঙ্গিন পাখি, দুষ্ট বিড়াল' সমবেত সকলের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক ও এলেকার শিক্ষানুরাগী মানুষজনের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে চিকনপাড়া আর পি স্কুল আয়োজিত বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উৎসব বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণের আন্তরিক প্রয়াসে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মৃদঙ্গম এর নাট্য কর্মশালা জানাফুল হাই স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম গত ২০-২৮ আগষ্ট এক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে হাবড়ার জানাফুল হাই স্কুলে। সপ্তাহ ব্যাপী এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করে।

আয়োজিত কর্মশালায় বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশ ও উদ্ভাবনী শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়। ২৮ আগষ্ট কর্মশালার শেষ দিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবেত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকগণের সামনে প্রশিক্ষনাথী পড়ুয়াগণ কর্মশালায় প্রস্তুত মুষ্টি নাটকাটি মঞ্চস্থ করে। উপস্থিত অভিভাবকগণ এদিন তাঁদের সন্তানদের নতুন ভাবে অবিষ্কার করেন। অনুষ্ঠান শেষে কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

বন্ধ বনগাঁ বাগদা রেল

প্রথমপাতার পর...

প্রাথমিক ভাবে প্রায় ২৩ কিলোমিটার লম্বা হওয়ার কথা এই লাইন। থাকবে দুটি স্টেশন। মূলত জমি জটেই আটকে রয়েছে বনগাঁ বাগদা রেলপথ নির্মাণের কাজ।

এই পরিদর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রিত্ব ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর বনগাঁ ও বাগদার রেলপথের কাজ দায়িত্ব নিয়ে কেউ করেনি। ২০১৯ সালে শান্তনু ঠাকুরের ও তার দলের সরকার এটি বন্ধ করে দিয়েছিল। রেলমন্ত্রী রাজ্যকে চিঠি দিক, জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।' বাগদা উপ নির্বাচনে ভোটে হেরে এখন বাগদায় মানুষের মন পেতে সস্তা রাজনীতি করছে। ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'সত্যিকারের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করলে রাজ্য সরকার জমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। যেটা হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ আইওয়াস।

এদিন রেলের আধিকারিকদের পরিদর্শনের আসার খবরে ফের নতুন করে রেলপথের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে বনগাঁ বাগদার মানুষ।

এফিডেভিট

আমি Shyamal Das, জন্ম তারিখ- 15/02/1985, পিতা- Rasaraj Das, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম- হুদা শিমুলপুর, পোঃ- ঠাকুরনগর, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৮৭। গত ইং- ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বনগ্রাম বিজ্ঞ A.C.J.M আদালতের হলফনামা বলে ঘোষণা করেছি, আমার স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম- হুদা শিমুলপুর, পোঃ- ঠাকুরনগর, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৮৭, যা আমার আধার কার্ড নং- 9522 2794 9837 এবং ভোটার কার্ড নং- NNR1670405। কিন্তু আমি আমার পাসপোর্ট (R8275559) নবিকরণ করার সময় আমি Opp. Darshan Gas Service Kalwa Naka, thane, 400605, Maharashtra আমার কাজের জন্য গিয়েছিলাম, যা আমার পাসপোর্টে নথিভুক্ত আছে। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সংশোধন করাতে চাই।

নক্সা'র নতুন নাটক 'কবীরা খাড়া বাজার মে'

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায় গত ১ সেপ্টেম্বর সাড়ম্বরে মঞ্চস্থ হয় নকসা'র নতুন নাটক 'কবীরা খাড়া বাজার মে'। নাট্যকার ভীষ্ম সাহানির এই নাটকটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন নক্সার বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও স্বনামধন্যা নাট্য ব্যক্তিত্ব দীপান্বিতী বনিকদাস ও ভূমি সুতা দাস। নির্দেশক নক্সার প্রাণ পুরুষ আশিস দাস।

প্রায় দু'ঘন্টার এই নাটকটিতে কবির- এ জীবন সংগ্রাম, আদর্শ এবং তৎকালীন সময়ের সমাজ, জাত-পাত, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অত্যাচার ইত্যাদি বিষয় গুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের মনে মণিকোঠায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

মধ্যযুগের ধর্ম সংস্কারক কবীরের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে নকসা প্রযোজিত নাটকটিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস, কঠোর নিয়ম, আচার বিচারে মানুষের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, তখন সহজভাবে ধর্মের গভীর তত্ত্ব, শাশ্বত তথ্য আপামর মানুষ বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষের কাছে তুলে

ধরেন কবীর। তাঁর কবিতা, গানের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই তিনি পৌঁছে যান মানুষের হৃদয়ে। দলে দলে মানুষ ভক্ত হয়ে ওঠেন কবীর- এর। উভয় ধর্মের ধর্মগুরুরা ও রাষ্ট্র শক্তি বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয় নি। এর পর কবীরের উপর বারংবার আঘাত নেমে আসে। তথাপি কবীর তার আদর্শ ও বিশ্বাসে অটল থাকেন, কবীর এর প্রয়াণের পর তাঁর দর্শকী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বিখ্যাত দোঁহার মধ্য দিয়ে। মধ্য যুগে ধর্ম সংস্কারক রামানন্দের মাধ্যমে এক গৃহীসাধক তাঁতি কবীর অনায়াসেই পৌঁছে যান আধুনিক বিশ্বের একবিংশ শতাব্দীতে। সেখানে এখনও জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ ও হানাহানি বর্তমান। অন্ধকার ময় এই আধুনিক সমাজ ও সভ্যতায় তাই কবীর এখনও প্রাসঙ্গিক। সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভীষ্ম সাহানি রচিত দর্শক প্রশংসিত নাটক 'কবীরা খাড়া বাজার মে'।

নকসার পরিচালক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাসের নির্দেশনায় প্রয়োজিত নাটকটি উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। নাট্যপরিচালক শ্রী দাস জানান, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি এই মঞ্চেই নাটকটি আরোও পাঁচদিন মঞ্চস্থ হবে।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্ম মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে গত ৩১ আগষ্ট অপরাহ্নে শুরু হয় সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত সাহিত্য সভা। এদিনের ৫৭তম মাসিক সাহিত্য সভা ও কবি সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস।

বিশিষ্ট কবি ও গায়ক প্রবীর হালদারের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সাহিত্য সভার সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার আয়োজিত সাহিত্য সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

এদিন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন ড. সুনীল বিশ্বাস এবং বীর বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের দেশ প্রেম ও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। এদিন সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা সম্পাদিত সেবা প্রবাহ পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

এদিনের কবি সম্মেলনে গুণীজন সংবর্ধনায় অধ্যাপক ড. অরুণ অধিকারী এবং বিশিষ্ট কবি ও লেখক সমীর বরণ দত্তকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, স্মারক মানপত্র সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সেবার সম্পাদক গোবিন্দবাবু ও অন্যতম

সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী। আয়োজিত কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্প পাঠে অংশ নেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক পাঁচুগোপাল হাজারার পরিচালনায় এদিনের কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নাট্য মিলন গোষ্ঠীর হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের আহ্বানে দেশের স্বাধীনতার পুট্রক্ষনে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচী পালন করে শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর সদস্যরা। ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসের সকালে সংস্থা অঙ্গ নে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার সম্পাদিকা মাধুরী ঘোষ। পতাকা উত্তোলন শেষে শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন শ্রদ্ধা জানান সমবেত নাট্যকর্মীগণ। দিনটির তাৎপর্য ব্যখ্যা করে মনোজ্ঞ ভাষন দেন সংস্থার সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও সহ সভাপতি আশিস কুমার ঘোষ। উপস্থিত সদস্যগণ দেশাত্ববোধক সংগীত আবৃত্তি ও কবিতা পাঠে অংশ নেন। পরিশেষে কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সদস্যগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে নাট্য মিলন গোষ্ঠী আয়োজিত কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে।

আকাঙ্ক্ষার শিশু প্রযোজনা হারজিত

প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো আকাঙ্ক্ষা নাট্য উৎসব ২৪-২৫। সম্প্রতি সংস্কৃতি কেন্দ্র নকসায় বটবৃক্ষে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে আর্ট গ্যালারি "উপাসনা"র শুভ উদ্বোধন করেন আসাম অভিনব থিয়েটারের পরিচালক ও কর্ণধার দয়াল কৃষ্ণ নাথ। উপাসনা আর্ট গ্যালারির সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিল আকাঙ্ক্ষার সদস্যা তথা বিশ্বভারতীর অঙ্কন বিভাগের ছাত্রী শ্রেয়া দত্ত। আকাঙ্ক্ষা প্রযোজিত, তনুশ্রী দেবনাথ (দত্ত) ও সুজয় পাল নির্দেশিত উদ্বোধনী নৃত্য আকাঙ্ক্ষিত বন্ধন মঞ্চস্থ হয়। বর্তমান আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে উপস্থিত সকল দর্শক সহ অতিথিদের হাতে "জাস্টিস ফর তিলোত্তমা" রাখি বন্ধনের মাধ্যমে এবং উপস্থিত সকল নারী শক্তি একত্রিতভাবে এই দিনের অনুষ্ঠানের মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা সুপ্রীতি সুতার (নাথ), গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের কর্ণধার আশীষ চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা নকসার কর্ণধার আশিস দাস।

এই উৎসবে, সন্ধ্যায় ছিল তিনটি নাটক। বাংলার সিঞ্চন প্রযোজিত যোগরাজ চৌধুরী পরিচালিত নাটক কুসুম কথা। সামাজিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক। গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা প্রযোজিত দীপাঙ্ক দেবনাথ পরিচালিত শিশুবিভাগের মঞ্চ সফল প্রযোজনা হারজিত। এই নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যেমনভাবে মঙ্গলময়ী মা শুভশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, ঠিক তেমনি এখানে ছাত্রসমাজ গর্জে উঠেছে অপশক্তির বিরুদ্ধে। অন্ধকার যদি আরও শক্তিশালী হয়, আলোর শক্তিকে থামাতে পারে না। সর্বশেষ ছিল বাবুপাড়া আত্মজ প্রযোজিত তাপস দাস পরিচালিত নাটক অরুণোদয়ের পথে। এদিন দর্শকদের উপস্থিত ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**